দৈনিক সংবাদ

তারিখ ২৮ APR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

০৩

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড ভর্তি ।। প্রার্থীরা ভোগান্তির শিকার

রাজশাহী, ২৭শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ব–বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি অবিবেচনাপ–সূত সিদ্ধান্তের কারণে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বি,এড কোর্সে ভর্তি প্রার্থী হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষে বিএড কোর্সে ভর্তির জন্য ভর্তি ফরম সরবরাহের দায়িত্ব দিয়েছে ঢাকার বাইরে মাত্র ৮টি ব্যাংক শাখাকে। ডাকযোগে ভর্তি ফরম দেয়ার ব্যবস্থা না রেখে সারাদেশের প্রার্থীদের জন্য মাত্র ৮টি ব্যাংক থেকে ফরম সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়ায় দেখা দিয়েছে বিপত্তি। এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অন্যান্য কাজকর্ম যেমন বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, তেমনই দূরবর্তী জেলাগুলো থেকে শুধুমাত্র ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য প্রার্থীদের ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাংকগুলোতে এসে ধরনা দিতে হচ্ছে। বি,এড কোর্সের ভর্তি ফরম বিলি শুরু হয়েছে গতকাল ২৪শে এপ্রিল থেকে, চলবে ১০ই মে পর্যন্ত। ঢাকা মহানগরীর জনতা ব্যাংকের ৫টি শাখা এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য একই ব্যাংকের ৮টি শাখা থেকে ভর্তি ফরম ইতিমধ্যেই দেয়া শুরু হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার জন্য ভর্তি ফরম দেয়া হচ্ছে মাত্র দু'টি শাখা ব্যাংক থেকে। এই শাখা দু'টি হলো রাজশাহী সাহেববাজার শাখা ও রংপুর প্রধান শাখা। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ জেলা থেকে আগত শত শত ভর্তি প্রার্থীকে আজ সাহেববাজার শাখা ব্যাংকের খোলা চত্বরে প্রখর রোদে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানান, ব্যাংকের অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রেখেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও একই রকম বলে জানা যায়। গোটা চট্টগ্রাম বিভাগ এলাকার জন্য ফরম দেয়া হচ্ছে কুমিল্লা কোটবাড়ী শাখা, ফেনী শাখা ও চট্টগ্রাম চকবাজার শাখা থেকে। খুলনা–বরিশাল এলাকার প্রার্থীদের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হচ্ছে খুলনা বিআইটি শাখা ও যশোর এমকে রোড শাখা জনতা ব্যাংক থেকে। ঢাকার প্রার্থীরা মহানগরীর ৫টি শাখা ছাড়া কেবলমাত্র ময়মনসিংহ প্রধান শাখা জনতা ব্যাংক থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে পারছেন। ডাকযোগে ভর্তি ফরম বিতরণের ব্যবস্থা অথবা প্রতিটি জেলা সদরের জনতা ব্যাংক থেকে ভর্তি ফরম বিতরণের ব্যবস্থা থাকলে হাজার হাজার প্রার্থীকে বিপাকের মধ্যে পড়তে হতো না বলে ভর্তি প্রার্থীরা জানিয়েছেন।